জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যে আবাসিক হল খুলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আল্টিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তারা। সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের সমন্বয়ক অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, ২১ নভেম্বরের মধ্যে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা প্রত্যাখান করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় ২২ নভেম্বর থেকে আরও জোরালো আন্দোলন শুরু করা হবে। আর এই সময়ে উপাচার্য কোন নীতি-নির্ধারণী কাজে অংশ নিতে পারবে না। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম অনিক বলেন, গত ৫ নভেম্বর আন্দোলনকারীদের ওপর উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্রলীগের হামলার পরে তিনি আর স্বপদে থাকার অধিকার রাখেন না। এরপরে তিনি নিজের পদে টিকে থাকার জন্য হাজারো শিক্ষার্থীর দুর্ভোগের কথা চিন্তা না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল বন্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সেদিন শত শত শিক্ষার্থী হলের তালা ভেঙে রাস্তায় বিক্ষোভে নেমে পড়েন। এতে প্রমাণ হয় যে, উপাচার্য এই নৈতিক ও যৌক্তিক আন্দোলনে ভয় পান। আর তা দমাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধের সিদ্ধান্ত জানান। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র আর্থিক কেলেঙ্কারি নয়, উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদদে হামলা ও অদক্ষ-অযোগ্য, ভারপ্রাপ্ত প্রশাসন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় তার অপসারণ জরুরি।

এদিকে উপাচার্য অপসারণের দাবিতে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরাদ চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অলিউর রহমান সান বলেন, আমাদের শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক এই আন্দোলনে হামলা করা হয়েছে। এরপর হল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেও এই আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনি। শুধু দুর্নীতি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে অচলাবস্থা সে জন্যই এই উপাচার্যের পদত্যাগ করা উচিত।

দর্শন বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, এখানে যে আন্দোলন হচ্ছে তা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার আন্দোলন। প্রশাসন ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে, আবারো সবাই আন্দোলনে আসবে। সরকারের উচিত তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করে তা সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করা।

সমাবেশে সমাপনী বক্তব্যে আন্দোলনের সমন্বয়ক অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে যাচ্ছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা ইউজিসি থেকে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। এদিকে আন্দোলনের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবুও আমাদের আন্দোলন থেমে যায়নি। এত বাঁধার পরেও আমাদের ন্যায়ের পক্ষের এ সংগ্রাম চলবে।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অন্যদের মধ্যে, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খবির উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, অধ্যাপক তারেক রেজা, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৫ নভেম্বর উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এর প্রেক্ষিতে ঐদিন সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়।